তারিখ 23 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... 12 কলাম 6 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

# বিগত পাঁচ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ক্ষেত্রে অগ্রগতি

23 MAR 1987

সরকার দেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিবেচনাকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। এ উদ্দেশ্যে সরকার ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬-তে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতি ঘোষণা করেন। এ নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলঃ

(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন, জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা দান;

(খ) দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প নীতির লক্ষ্য অর্জন;

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডারে অবদান সৃষ্টি;

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর মেধা অন্বেষণ ও তার স্বীকৃতি প্রদান;

(ঙ) উন্নয়নশীল দেশসমূহের পরস্পরের মধ্যে এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা জোরদার করা এবং

(চ) উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কাঠামোর (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ) প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস বা পুনর্বিন্যাসে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনুশীলন ও প্রয়োগের সমন্বয় বিধান নিশ্চিত করা এবং এতদসম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৮৩ সনের ১৬ই মে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি (এনসিএসটি) গঠন করেন। বর্তমানে এ কমিটিকে একটি পরিষদ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই পরিষদের চেয়ারম্যান। উক্ত জাতীয় পরিষদ কমপক্ষে তিনমাসে একবার এবং প্রয়োজনে আরও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বৈঠকে মিলিত হবে। এই পরিষদের দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে জাতীয় নীতি প্রণয়ন;

(খ) নির্দিষ্ট গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নিরূপণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত গবেষণা কার্যক্রমের মান, কার্যকারিতা এবং গবেষণার ফলাফল বাস্তবে প্রয়োগের মূল্যায়ন;

(গ) বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) গবেষণা প্রকল্পসমূহ এবং কর্মসূচী অনুমোদনের লক্ষ্যে নির্ণায়ক নিরূপণ,

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়াদি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা দান করে থাকে। এই বিশেষ ব্যবস্থায় এই বিভাগ দেশের সামগ্রিক গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। এই পর্যন্ত ভূতপূর্ব জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটির নির্বাহী কমিটির ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভাগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাস্তবায়িত হয়ঃ

— যন্ত্রচালিত রিকশা (মিশুক) উদ্ভাবন। এটি বর্তমানে বিপণন পর্যায়ে রয়েছে।

— নোয়াখীর উদ্যোগে বায়ুচালিত উন্নতমানের দেশীয় নৌকার উদ্ভাবন।

— যান্ত্রিক উপায়ে কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী।

— তরল গ্যাস ব্যবহারে যানবাহন চালনা।

— প্রযুক্তি নির্বাচন, আহরণ, অভিযোজন ও আত্মীকরণ সম্পর্কে প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত একটি কনসালটেটিভ কমিটি গঠিত হয়েছে।

— দেশে একটি প্রকৌশল গবেষণা পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে একটি কনসালটেটিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ইতিপূর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে যে ১৬টি সংস্থা ছিল তার অধিকাংশই অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই বিভাগের নিয়ন্ত্রাধীন থাকাকালীন উপরোক্ত সংস্থাগুলিতে যে গবেষণালব্ধ ফলাফল পাওয়া গেছে সেগুলি নিম্নরূপঃ

**(১) বিসিএসআইআর—**

(ক) উন্নতমানের চুলা ও কুপি
(খ) সৌরচুল্লী
(গ) সয়াপ্রোটিন বিস্কুট ও রুটি
(ঘ) ডায়াবেটিক মিষ্টি
(ঙ) 'তৃপ্তি' নামক একটি হালকা পানীয়
(চ) ইলিশ মাছের টিনজাতকরণ
(ছ) মধু বিশুদ্ধকরণ
(জ) আয়োডিন যুক্ত খাবার লবণ
(ঝ) ব্রেক ওয়েল
(ঞ) তরল সোনালী রং।

**(২) আণবিক শক্তি কমিশন—**

(ক) বিকিরণ দ্বারা আলু, পেঁয়াজ, ডাল ও অন্যান্য খাদ্য ভালভাবে সংরক্ষণের পদ্ধতি;

(খ) গলগণ্ড রোগসহ যকৃৎ, মস্তিষ্ক ইত্যাদি অংশের রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার;

(গ) ফটোভোলটাইক সেলের সাহায্যে সৌরশক্তির ব্যবহার দ্বারা বৈদ্যুতিক আলো এবং সেচ যন্ত্র পরিচালনা করা;

(ঘ) ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের আহরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

**(৩) গৃহ গবেষণা ইনস্টিটিউট—**

(ক) স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুত;

(খ) কচুরীপানার সাহায্যে বায়োগ্যাস, হার্ডবোর্ড এবং গৃহ নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন।

**(৪) বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউশন—**

(ক) সমগ্র দেশে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলন;

(খ) দেশে উৎপন্ন এবং বিদেশ হতে আহরিত বিভিন্ন দ্রব্যের মান নির্ধারণ।

**(৫) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ—**

(ক) গোবর হতে বায়োগ্যাস উৎপাদনের প্লান্ট নির্মাণ ও বিতরণ;

(খ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যানবাহনের পরীক্ষা করা।

**(৬) পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট—**

(ক) কম সময়ে এবং উচ্চ ফলনশীল পাট বীজ উদ্ভাবন;

(খ) নভোসেল ও নভোটেক্সসহ পাটিতন্তুর সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কিত গবেষণা।

**(৭) বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা—**

(ক) ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা দেশের মানচিত্র প্রণয়ন;

(খ) ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসসহ আবহাওয়ার পূর্বাভাস;

(গ) জলাবদ্ধতা মরুকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস দান;

(ঘ) দেশের কৃষি সম্পদের জরীপ।

**(৮) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা জাদুঘর—**

(ক) বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতীয় বিজ্ঞান ও সপ্তাহের প্রথম দশক পূর্ণ হয়েছে;

(খ) বিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য জনপ্রিয় বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়েছে;

(গ) জাদুঘরের গ্যালারীতে প্রতিবছর প্রভূত সংখ্যক দর্শকের সমাগম ঘটে থাকে;

(ঘ) বর্তমানে জাদুঘর পরিসর বহুলাংশে বিস্তৃতির পর্যায়ে রয়েছে। শেরেবাংলা নগরে একটি প্লানেটেরিয়াম প্রস্তাবিত বিজ্ঞান জাদুঘর ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

**(৯) বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যান্সডক)—**

(ক) ১৯৮৬ সালে বিসিএসআইআর-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যান্সডককে মুক্ত করে এই বিভাগের প্রকল্প জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের সাথে একত্রীভূত করে এই বিভাগের অধীনে ব্যান্সডক পুনর্গঠিত করা হয়েছে;

(খ) কেন্দ্রটি বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত তথ্য সম্পর্কে সার্ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবাধীন রয়েছে।

এছাড়া কমনওয়েলথ সায়েন্স কাউন্সিলের সহযোগিতায় বিসিএসআইআর-এ সৌরশক্তির সাহায্যে মাছ বিশুদ্ধকরণ এবং এরও আগে কমনওয়েলথ সায়েন্স কাউন্সিলের সংগে যৌথ উদ্যোগে 'কচুরীপানা ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দুইটি প্রকল্প সুষ্ঠু পরিচালনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলশ্রুতিতে কচুরীপানা ব্যবহারে হার্ডবোর্ড, গৃহনির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুত ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

অদূর [illegible] ভবিষ্যতে দেশে [illegible] একটি বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউট [illegible] একটি ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট [illegible]পনের প্রক্রিয়া চলছে।

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৩৩টি [illegible] বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগ[illegible] সম্পাদন করেছে। ঐ সকল চুক্তি[illegible] ভারতে ছয়জন বিজ্ঞানীকে প্রশি[illegible] সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ[illegible] অনুরূপ কর্মসূচী বর্তমানে [illegible]হীত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে।